কালের কণ্ঠ ০৯.০৪.১৭

ইপিজেডে বাড়ছে ভারতীয় বিনিয়োগ

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০৫৪ একর জমি চেয়ে চিঠি

রাশেদুল তুষার, চট্টগ্রাম ▷

প্রতিবেশী দেশ এবং বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ যেমন হওয়ার কথা নানা কারণেই তা হয়নি। যা কিছু বিনিয়োগ সেটাও পোশাকশিল্প কিংবা কৃষিনির্ভর শিল্পে। এ কারণে দুই দেশের মধ্যে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতিও দিন দিন বাড়ছে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর দিয়ে বিনিয়োগের সেই স্থবিরতা কেটে যাবে বলে আশাবাদী বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে ভারতীয় বিনিয়োগের জন্য মোংলা ও ভেড়ামারায় দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখানোর কারণে বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগের সুযোগ প্রশস্ত হয়েছে বলে মনে করছে তারা। এর মধ্যে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে এক হাজার ৫৪ একর জমি চেয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কাছে চিঠি দিয়েছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) আওতায় দেশের আটটি ইপিজেডে এই মুহূর্তে ভারতীয় বিনিয়োগের পরিমাণ ১১১.৫৫ মিলিয়ন ডলার বা ৮৯২ কোটি টাকা। বিনিয়োগের দিক থেকে ইপিজেডে বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসেবে ভারতের অবস্থান নবম। বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এমনকি মালয়েশিয়াও এর চেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে ইপিজেডে। ২২টি কারখানা প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতের অবস্থান ষষ্ঠ। এসব কারখানায় ২১ হাজার ৫৫১ জন বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা ও আদমজী ইপিজেডে ২৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে আরো দুটি কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। তবে চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেডে কয়েকটি পোশাক কারখানা বাদে ভারতের বেশির ভাগ কারখানা খুলনার মোংলা ইপিজেডে। এই ইপিজেডে ভারতীয়

- চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেডে কয়েকটি পোশাক কারখানা বাদে ভারতের বেশির ভাগ কারখানা খুলনার মোংলা ইপিজেডে
- পদ্মা সেতু এবং মোংলা ও পায়রা বন্দর পুরোপুরি কার্যকর হলে ভবিষ্যতে ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়তে পারে

ইপিজেডে বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসেবে ভারত নবম

বিনিয়োগকারীদের প্রতিষ্ঠিত সাতটি কারখানার প্রায় সবই কৃষিনির্ভর ছোট বিনিয়োগের। এই কারখানাগুলোতে মূলত সুপারি, নারিকেল, ধানের তুষ থেকে তেল প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

তবে যৌথ বিনিয়োগে ইপিজেডে ভারতীয় আরো বেশ কিছু কম্পানি রয়েছে বলে জানালেন বেপজার মহাব্যবস্থাপক নাজমা বিনতে আলমগীর। গতকাল তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইপিক, লেমি গ্রুপের মতো আরো বেশ কিছু কারখানা রয়েছে যারা মূলত ভারতীয়। কিন্তু অন্য দেশের নাগরিকত্বের কারণে তারা ভিন্ন দেশের নামেই বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয়েছে। কিন্তু বিনিয়োগকারী হিসেবে ভারতীয়রা বেশ ভালো। দুই দেশের সংস্কৃতির অনেকটা মিলের কারণে শ্রমিক-মালিক বন্ধনে একটা সুবিধা পায়।'

বর্তমান সরকারের উদ্যোগের কারণে পদ্মা সেতু এবং মোংলা ও পায়রা বন্দর পুরোপুরি কার্যকর হলে ভবিষ্যতে ইপিজেডগুলোতে ভারতীয় বিনিয়োগ আরো বাড়বে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য মতে, গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৬৮৯ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সমপরিমাণ। একই সময়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি হয়েছে পাঁচ হাজার ৪৫২ মিলিয়ন ডলার। দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ৭৯১ শতাংশ। এই ঘাটতি পূরণের একটি বড় সুযোগ হয়ে আসছে বর্তমান সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভারতীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। বেজা ইতিমধ্যে দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ৭৬টি জায়গা চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে মোংলা ও ভেড়ামারায় দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি বিশেষ জায়গা নির্বাচন করেছে ভারত। মোংলা এবং ভেড়ামারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করছে ভারতীয় একাধিক প্রতিষ্ঠান। তবে চট্টগ্রাম বন্দরের সন্নিকটে হওয়ায় ব্যবসায়ীদের প্রথম পছন্দ হিসেবে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল।

এ প্রসঙ্গে বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধরী সম্প্রতি বলেন, 'ভারত তিনটি জায়গা নির্বাচন করেছে। তবে ইতিমধ্যে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে এক হাজার ৫৪ একর জমি চেয়ে আমাদের অফিশিয়ালি চিঠি দিয়েছে। আমরা তাদের জমি দেব বলে জানিয়ে দিয়েছি। আশা করছি খুব দ্রুত বাকি কাজগুলো সম্পন্ন হবে।'

পবন চৌধুরী আরো বলেন, 'চট্টগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক জোন হওয়ার কারণে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা বড় ধরনের বিনিয়োগ করবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া এলপিজি কারখানা স্থাপনের জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল আলাদাভাবে আরো ২০ একর জমি চেয়েছে এখানে।'

এর বাইরে ভারতের বিখ্যাত রিলায়েন্স ও আদানি গ্রুপও বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে বলে পবন চৌধুরী জানান।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আশানুরূপ বিনিয়োগ হয়নি উল্লেখ করে বিজিএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি নাছির উদ্দিন চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক ভারত সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আশা করছি। যেসব দ্বিপক্ষীয় চুক্তি হচ্ছে তাতে নিশ্চয়ই দুই দেশের ব্যবসায়ীরা উৎসাহ পাবে।'

নাছির উদ্দিন চৌধুরী আরো বলেন, দুই দেশের বাণিজ্য বৈষম্যের কারণে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের সুযোগ অনেক বেশি। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন গার্মেন্ট সেক্টরে কোনো বিনিয়োগ না আসে। এই সেক্টরে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারাই যথেষ্ট। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই পোশাক খাতে ভারতের চেয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। বরং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ভারতে বড় বড় শিল্প গ্রুপ ভারী শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে পারে।

The Export Leader
CROWN CEMENT
FOR SOLID FOUNDATION